দারিদ্র্য বিমোচনে মুরগী পালন

আমাদের মা-বোনেরা বাড়ীতে মেহমান আসলে উন্নত খাবার পরিবেশন এবং গরীব পরিবারে সংসারে বাড়তী আয়ের উৎস হিসাবে দেশী মুরগী পালন করে থাকে। এদের কাছ থেকে বছরে ৪০-৬০ টা ডিম এবং ৬ মাস বয়স্ক মুরগী থেকে মাত্র ১ কেজি মাংস পাওয়া যায়। এদের পালন অলাভজনক।

মুরগী পালনের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য সহজেই উৎপাদন ও চাহিদা মেটানো সম্ভব।
- অল্প সময়ে অল্প মূলধনে নগদ অর্থ উপার্জন সম্ভব।
- বেকার যুবক, যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।
- আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব।
- মুরগী পালন একটি লাভজনক ব্যবসা।

মুরগী পালন করে লাভবান হতে হলে হাইব্রিড মুরগী পালন করতে হবে।

হাইব্রিড মুরগী কি ?

একই জাতের বিভিন্ন স্থানের মুরগীর মিলন ও নির্বাচনের মাধ্যম গুণগত বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করে ষ্ট্রেন তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে একই বা বিভিন্ন জাতের নির্বাচিত ষ্ট্রেনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে উৎপাদিত বাচ্চাদের বাব-মার চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল গুণগত মান বাড়িয়ে **হাইব্রিড মুরগী** তৈরি করা হয়।

মাংসের জন্য উৎপাদিত হাইব্রিড মুরগীকে **ব্রয়লার হাইব্রিড** বলে।

ডিমের জন্য উৎপাদিত হাইব্রিড মুরগীকে **লেয়ার হাইব্রিড** বলে। ডিম উৎপাদনের জন্য শুধু স্ত্রী বাচ্চা পালন করা হয়।

লেয়ার হাইব্রিড এর পুরুষ বাচ্চাগুলোকে মাংস জন্য পালন করাকে **ককরেল** বলে।

হাইব্রিড মুরগীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- অধিক উৎপাদনশীল বছরে প্রতিটি মুরগী থেকে গড়ে ৩০০টির বেশি ডিম পাওয়া যায়।
- অধিক সংবেদনশীল। লালন পালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।
- সুষম খাদ্য প্রদান ছাড়া আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি হলে রোগাক্রমন বেশী হয়।
- দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। মাত্র ৩৫-৪০ দিন পালন করলে ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ২ কেজি থেকে ২.৫ কেজি ওজন হয়।
- প্রজনন ক্ষমতা থাকে না (Sexually Sterile)।
- শান্ত স্বভাবের হয়।
- শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।

বিঃদ্রঃ হাইব্রীড মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো যায় না। তাই প্রতিবার নতুন বাচ্চা ক্রয় পূর্বক খামার পরিচালনা করতে হবে।

খামারে পালন যোগ্য হাইব্রীড মুরগীর (লেয়ার) জাত-

স্টারক্রস ঃ ব্রাউননিক ঃ লোহম্যান ব্রাউন ঃ হাইসেক্স ঃ বিভি-৩০০ ব্যবকক ঃ বোভ্যান্স নেড়া ঃ	(গড়ে বৎসরে ৩০০টি ডিম দেয়)

খামারে পালন যোগ্য হাইব্রীড মুরগীর (ব্রয়লার) জাত-

ইসা ভেডেট ঃ
সেভার স্টারব্রো ঃ
হাইব্রো ঃ
আরবার ঃ
হার্বার্ড ঃ
কব- ৫০০ ঃ

(৬ সপ্তাহে ২.০-২.৫ কেজি ওজন প্রাপ্ত হয়)

বাসস্থানের জায়গা নির্বাচন ঃ

- কোলাহল মুক্ত; শহর ও রাজপথ থেকে দূরে,
- যাতায়াতের জন্য ভাল রাস্তা আছে,
- বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত আছে,
- উঁচু স্থান, বন্যার পানি জমেনা,
- খোলা যায়গা, মুক্ত আলো বাতাস পাওয়া যায়,
- ঝোপ-ঝাড় ও বন-জংগল থেকে দূরে।

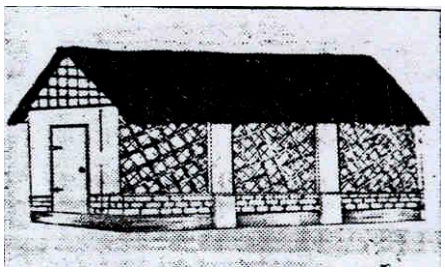

ছবি নং ৬

ঘর নির্মাণ ঃ

- পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বা করতে হয়,
- উত্তর-দক্ষিণ দিক খোলা রাখা প্রয়োজন যাতে ঘরে প্রচুর আলো-বাতাস করতে পারে,
- ঘরের লম্বা যে কোন মাপের হতে পারে কিন্তু চওড়া অবশ্যই ১৫-২৫ ফুটের মধ্যে হওয়া চাই,
- উচ্চতা ৮-৯ ফুট হতে পারে তবে বেশী উচ্চতা রাখলে আলো-বাতাস বেশী চলাচল করতে পারে এবং ঘর ঠান্ডা থাকে,
- ঘরের মেঝের উচ্চতা ১.৫-২.০ ফুট করা নিরাপদ,
- "ডীপ লিটার মানে মোরগ-মুরগীর বিছানা লিটার পদ্ধতিতে-
  - প্রতিটি লেয়ার মুরগীর জন্য ২.০-২.৫ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়,
  - প্রতিটি বাড়ন্ত মুরগীর জন্য ১.০-২.০ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়,
  - প্রতিটি বাচ্চা মুরগীর জন্য ০.৫ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়,
  - প্রতিটি ব্রয়লার মুরগীর জন্য ১.০-১.২৫ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়,
- খাঁচা পদ্ধতিতে-
  - প্রতিটি লেয়ার মুরগীর জন্য ১.০-১.৫ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়,

লিটার ঃ ডীপ লিটার পদ্ধতিতে ঘরের মেঝেতে লিটার হিসেবে ধানের তুষ, কাঠের গুড়া, খড়, বিচালী, আখের ছোবড়া প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় তবে ধানের তুষ ও শুকনা কাঠের গুড়া উত্তম। বাচ্চার ঘরে ১.৫-২.০ ইঞ্চি, বাড়ন্ত মুরগীর ঘরে ২.৫-৩.০ ইঞ্চি এবং বড় মুরগীর ক্ষেত্রে ৩.০-৪.০ ইঞ্চি হতে পারে। লিটার সর্বদা শুকনা এবং দুর্গন্ধ মুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

মুরগীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ও সরঞ্জমাদি ঃ

১ দিন হতে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

➢ জায়গার পরিমাণ	প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৬ বর্গ ফুট।
➢ খাবার পাত্র ঃ যে কোন ১টি চিকস্ ফিডার অথবা টিউব ফিডার	প্রতি ৫০টি বাচ্চার জন্য ২ ফুট লম্বা চিকস্ ফিডার। অথবা প্রতি ২৫টি বাচ্চার জন্য ১টি টিউব ফিডার।
➢ পানির পাত্র	প্রতি ৫০টি বাচ্চার জন্য ১টি পাঁচ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের তৈরী গোলাকার পানির পাত্র।
➢ ব্রুডার	২৫০-৩০০ টি বাচ্চার জন্য ১টি ব্রুডার (প্রতিটি ব্রুডারে ৩-৪টি ১০০ ওয়াটের বাল্ব লাগাতে হবে)

৭ সপ্তাহ থেকে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

	খাঁচায়	মেঝেতে	মাচায়
➢ জায়গার পরিমাণ	০.৪০ বর্গফুট প্রতিটি বাচ্চার জন্য	১.২০ বর্গফুট প্রতিটি বাচ্চার জন্য	১.১০ বর্গফুট প্রতিটি বাচ্চার জন্য
➢ খাবার পাত্র ঃ লম্বা ফিডার অথবা টিউব ফিডার	২ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৩ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৩ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য
	২ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য
➢ পানির পাত্র	২ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	প্রতি ৫০টি বাচ্চার জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ড্রিংকার	প্রতি ৫০টি বাচ্চার জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ড্রিংকার

১৯ সপ্তাহ থেকে ৮০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

	খাঁচায়	মেঝেতে	মাচায়
➢ জায়গার পরিমাণ	০.৫৫ বর্গফুট প্রতিটি মুরগীর জন্য	২ বর্গফুট প্রতিটি মুরগীর জন্য	১.৫ বর্গফুট প্রতিটি মুরগীর জন্য
➢ খাবার পাত্র ঃ লম্বা ফিডার অথবা টিউব ফিডার	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৩ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	৩ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য
	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	প্রতি ১৫টি মুরগীর জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ফিডার	প্রতি ১৫টি মুরগীর জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ফিডার
➢ পানির পাত্র	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	প্রতি ২৫টি মুরগীর জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ফিডার	প্রতি ২৫টি মুরগীর জন্য ১টি গোলাকার প্লাস্টিক ফিডার
➢ ডিম পাড়ার বাক্স	৪ ইঞ্চি প্রতিটি বাচ্চার জন্য	প্রতি ৫টি মুরগীর জন্য ১টি বাক্স	প্রতি ৫টি মুরগীর জন্য ১টি বাক্স

মুরগীর বাচ্চা পালন

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগী পালনে প্রথম শর্ত হলো আন্তর্জাতিক মানের বাচ্চা সংগ্রহ। বাচ্চা হতে হবে ভাল জাতের। জাত ভাল না হলে তা থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাবে না। কথায় আছে ভাল বীজে ভাল ফলন। সবল সুস্থ বাচ্চা খ্যাতি সম্পন্ন হ্যাচারী থেকে ক্রয় করতে হবে। কোন ক্রমেই ভেজা, নাভী শুকায়নি, ছোট, বড়, বিভিন্ন সাইজের, রোগা বা দূর্বল বাচ্চ পালনের জন্য গ্রহণ করা চলবে না।

সবল সুস্থ একদিনের বাচ্চা সংগ্রহের জন্য হ্যাচারীর নিম্নে বর্ণিত গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন ঃ

- ব্রিডিং ফ্লক নিরোগ হওয়া চাই। বিশেষ করে সালমোনেলা, মাইকোপ্লাজমা, গামবোরো রোগমুক্ত হওয়া চাই।
- লেয়ার বাচ্চা ফুটানো ডিমের ওজন ৫৫ গ্রাম এবং বাচ্চার ওজন ৩৪ গ্রাম এবং ব্রয়লার বাচ্চার ফুটানো ডিমের ওজন ৬০ গ্রাম এবং বাচ্চার ওজন ৩৬ গ্রাম হতে হবে।
- সব বাচ্চার সাইজ এবং রং এক রকমের হবে।
- হ্যাচারী অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
- বাচ্চার আকৃতি হবে গোল, চোখ হবে উজ্জ্বল এবং বেশ চটপটে ও সজাগ হবে।
- বাচ্চার নাভী ঠিকমত শুকিয়ে যাওয়া চাই এবং মলদ্বারে কোন রকম পায়খানা আটকে না থাকে।
- পায়ের চামড়া হবে উজ্জ্বল মোমের মত দেখতে।
- শরীরের অংগ প্রতংগে যেন কোন রকম বিকৃতি না থাকে।

হ্যাচারী থেকে নিজের ফার্মে বাচ্চা আনার ব্যবস্থা ঃ

গ্রীষ্মকালে সকালে বা বিকেলে বাচ্চা আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনও দিনের বেলায় প্রচন্ড রোদে বাচ্চা আনা ঠিক নয়। এতে বাচ্চার ডিহাইড্রেশন ও স্ট্রেস হবে এবং বাচ্চা দুর্বল হয়ে পড়বে। শীতকালে বাচ্চা আনার সময় ঠান্ডা বাতাস যাতে বাচ্চার গায়ে না লাগে এবং বর্ষাকালে বাচ্চা যাতে না ভিজে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বাচ্চার ব্রুডিং (Brooding)

একদিনের বাচ্চাকে কৃত্রিম উপায়ে লালন পালন করার ব্যবস্থাকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিং এর সময় নির্দিষ্ট মাত্রায় যে তাপ দেয়া হয় তাকে ব্রুডিং টেমপারেচার বলে। এই তাপ বাচ্চার পেটের মধ্যে যে কুসুম থাকে তা শরীরের মধ্যে মিশে যেতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও এই তাপ শরীরের হজম করার শক্তি বাড়ায় এবং পালক তাড়াতাড়ি উঠতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে। শীতকালে এ সময় বেড়ে যায় আবার গ্রীষ্মকালে কমে যায়।

ব্রুডিং এর জন্য ব্রডিং রুমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় ঃ

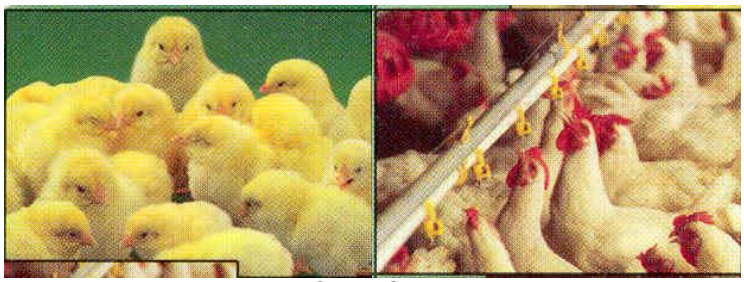

বাচ্চার ব্রুডিং (ছবি নং ৭)

- ব্রডার বা হভার;
- তাপের উৎস বা তাপ যন্ত্র, যেমনঃ ইলেকট্রিক হিটার, গ্যাস ব্রুডার, কয়লার চুলা, কাঠের গুড়ার চুলা, ইলেকট্রিক বাল্ব ইত্যাদি;
- তাপমাপ যন্ত্র বা রুম থার্মোমিটার;
- চিক গার্ড;
- খাদ্যের পাত্র/পানির পাত্র;
- মেঝের জন্য ১ম ৪-৫ দিন চট অথবা কাগজ এবং পরবর্তীতে লিটার, ঘরের আলো বা ইলেকট্রিক বাল্ব।

বাচ্চা পালনের নিয়ম ঃ

- ব্রুডার ঘরে যদি আগে বাচ্চা পালন করা হয়ে থাকে তবে পুরাতন লিটার ও আসবাব পত্রাদি বের করে নিতে হবে।
- ঘর ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। মেঝে পাকা হলে জীবাণু নাশক ঔষধ যেমন- ফিনাইল, লাইজল, হেলামাইড ইত্যাদি যে কোন একটি ঔষধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

- ঘর শুকিয়ে নিয়ে পটাশ পারম্যাংগানেট ৪০% ও ফরমালিন দ্বারা ফিউমিগেশন করতে হবে। প্রতি ১০০ ঘনফুট জায়গার জন্য ৬০ গ্রাম পটাশ পারম্যাংগানেট এবং ১২০এম এল ফরমালিন ব্যবহার করতে হবে।
- ঘরের মেঝেতে লিটার ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পরিস্কার চট বা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চটের উপরে ব্রুডার এবং চিক গার্ড দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করতে হবে। চটের উপর ৩ দিন বাচ্চা পালনের পর চট পাল্টাতে হবে এবং এক সপ্তাহ পর চট সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ব্রুডারের নিচে খাবার পাত্র ও পানির পাত্র রাখতে হবে। ব্রুডারে প্রয়োজনীয় তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিক বক্স থেকে ধীরে ধীরে বাচ্চা ব্রুডারের নিচে নিতে হবে।

প্রতি লিটার খাবার পানিতে ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ বা চিনি এবং ১ গ্রাম ভিটামিন-সি মিশিয়ে ১ দিন সরবরাহ করতে হবে। এতে পরিবহনজনিত ধকল মুক্ত হবে এবং দেহের বৃদ্ধি ভাল হবে। পানি সরবরাহের ৩ ঘন্টা পর ক্ষুদ আকারের গম বা ভুট্টা ভাঙ্গ পরিস্কার করে নিয়ে খাবার হিসেবে চেপ্টা থালায় সরবরাহ করতে হবে। বাচ্চার বয়স ২য় দিন থেকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, সেই সাথে খাবার পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় মাল্টিভিটামিন ৩-৫ দিন সরবরাহ করতে হবে।

- খামারে স্বাস্থ্যবিধি (Good Hygience) এবং জীব-নিরাপত্তা (Bio-Security) ব্যবস্থা কর্মসূচী সঠিকভাবে পালন করতে হবে।
- প্রথম দিন বাচ্চার জন্য ৯৫° ফাঃ তাপমাত্রা প্রয়োজন। এর কম বা বেশী তাপ উভয়ই বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপ কমাতে হবে এবং বায়ু চলাচল বাড়াতে হবে। এ জন্য ব্রুডারের তাপমাত্রা নিম্নরূপ হবে ঃ

লেয়ার

১ম	সপ্তাহে	৯৫° ফাঃ	(৩৫° সেঃ)
২য়	সপ্তাহে	৯০° ফাঃ	(৩২° সেঃ)
৩য়	সপ্তাহে	৮৫° ফাঃ	(২৯.৫° সেঃ)
৪র্থ	সপ্তাহে	৮০° ফাঃ	(২৬.৫° সেঃ)
৫ম-৮ম	সপ্তাহে	৭৫° ফাঃ	(২৪° সেঃ)

ব্রয়লার

ব্রয়লারের বয়স	ব্রুডারের তাপমাত্রা		ঘরের তাপমাত্রা	
প্রথম ৫ ঘন্টা	৯৫° ফাঃ	৩৫° সেঃ	৮০° ফাঃ	২৬.৫° সেঃ
৬ ঘন্টা থেকে ৩ দিন	৯২° ফাঃ	৩৩° সেঃ	৭৯° ফাঃ	২৬° সেঃ
৪ দিন থেকে ৭ দিন	৮৮° ফাঃ	৩১.৫° সেঃ	৭৭° ফাঃ	২৫° সেঃ
৮ দিন থেকে ১৪ দিন	৮২° ফাঃ	২৮° সেঃ	৭৭° ফাঃ	২৫° সেঃ
১৫ দিন থেকে ২১ দিন	৭৮° ফাঃ	২৫.৫° সেঃ	৭৫° ফাঃ	২৪° সেঃ
২২ দিন থেকে ২৮ দিন	-	-	৭০° ফাঃ	২২° সেঃ
২৯ দিন থেকে ৩৫ দিন	-	-	৭০° ফাঃ	২২° সেঃ
৩৬ দিন থেকে শেষ দিন	-	-	৬৫° ফাঃ	১৮.৫° সেঃ

তাপ গ্রীষ্মকালে কম এবং শীতকালে বেশী প্রয়োজন হয়।

যে তাপের কথা উল্লেখ করা হল তা ব্রুডারের তাপমাত্রা। কিন্তু ঘরের তাপমাত্রা হবে ৭৫° ফাঃ। থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপ নিরূপণ করা যায়। থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কিনা বুঝা যায়। যদি তাপ সঠিক হয় তাহলে বাচ্চারা সহজে চারিদিকে চলাফেরা করবে এবং সজাগ থাকবে। আর যদি বেশী হয় তাহলে বাচ্চারা তাপযন্ত্র থেকে দূরে চিক গার্ডের কাছে সরে যাবে।

- বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে জায়গার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এজন্য চিক গার্ড ক্রমান্বয়ে বড় করতে হবে। দুই সপ্তাহ পর চিক গার্ড সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিস্কার এবং সপ্তাহে একদিন জীবাণু মুক্ত করা প্রয়োজন।
- সর্বক্ষণ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- একই বয়সের বাচ্চা এক সাথে পালন করা প্রয়োজন। যে বাচ্চা কম বাড়ে সেগুলোকে আলাদা করে পালন করা প্রয়োজন।
- অনেক খামারী ব্রুডারের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য (বিশেষ করে শীতকালে) সমস্ত ঘর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেয় ফলে ঘরের ভিতর বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ঘরের দেওয়াল ও মেঝে ঘেমে উঠে, লিটার ভেজা থাকে, ঘরের ভিতর অ্যামোনিয়া গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। লিটার ভেজার কারণে বাচ্চার ঠান্ডা লাগে এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের জন্য শ্বাস কষ্ট হয় এবং শ্বাসনালীর বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। ঘরের ভিতর বায়ু চলাচল পরিমিত হলে তাপমাত্রা সামান্য কমলেও বাচ্চা ঠান্ডা লাগবে না এবং শ্বাসনালীর রোগও হবে না। এজন্য পলিথিনের পর্দা উপরের দিকে ১-২ ফুট খালি রাখা প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য ঃ সুষম খাদ্য বলতে শরীরে পরিমিত মাত্রায় আমিষ, চর্বি, মিনাবেলস, ভিটামিন ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করাকে বুঝায়। খাদ্য তালিকা প্রস্তুতে আমিষ ও শক্তির পরিমাণ বেশী গণ্য করা হয়।

পুষ্টির চাহিদা ঃ

লেয়ার ঃ	আমিষ	শক্তির পরিমাণ
বাচ্চা	২০%	২৭০০ কিঃ ক্যালঃ
বাড়ন্ত	১৬%	২৬০০ কিঃ ক্যালঃ
ডিম পাড়া	১৭%	২৮৫০ কিঃ ক্যালঃ
ব্রয়লার ঃ		
স্টাটার	২৩%	৩০০০ কিঃ ক্যালঃ
ফিনিসার	২০%	৩২০০ কিঃ ক্যালঃ

বাণিজ্যিক ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগীর ফিড ফর্মুলা (ধারনা)

খাদ্য উপাদান	ব্রয়লার				লেয়ার							
	স্টাটার		ফিনিসার		০-৮ সপ্তাহ বয়স		৯-১৮ সপ্তাহ		১৯-৪০ সপ্তাহ		৪১-শেষ দিন	
ভুট্টা ভাঙ্গা	৫২ ভাগ	প্রোটিন ২২.৬৯ এনার্জি ২৯৪৫ কিঃ ক্যালঃ	৫৩ ভাগ	প্রোটিন ২০.৫২ এনার্জি ৩১০০.১০ কিঃ ক্যালঃ	৫১ ভাগ	প্রোটিন ১৯.৮৩ এনার্জি ২৯১৪ কিঃ ক্যালঃ	৫২ ভাগ	প্রোটিন ১৬.৮ এনার্জি ২৯১৩ কিঃ ক্যালঃ	৫০ ভাগ	প্রোটিন ১৮.০৪ এনার্জি ২৭৮৬ কিঃ ক্যালঃ	৪৮ ভাগ	প্রোটিন ১৭.৪৫ এনার্জি ২৭০২ কিঃ ক্যালঃ
রাইস পোলিশ	১২ ভাগ		১৫ ভাগ		১৮ ভাগ		২৪ ভাগ		১৮ ভাগ		১৮ ভাগ	
সয়াবিন ৪৪	২৬ ভাগ		২০ ভাগ		২৪ ভাগ		১৭ ভাগ		১৯ ভাগ		১৯ ভাগ	
প্রোটিন কনসেনট্রেট ৬০%	৬ ভাগ		৬ ভাগ		৩ ভাগ		-		৩ ভাগ		-	
মিট এন্ড বোন মিল ৫০%	২.৭ ভাগ		২.৭ ভাগ		১ ভাগ		৩ ভাগ		২ ভাগ		৫ ভাগ	
ঝিনুক চূর্ণ	-		-		২ ভাগ		৩ ভাগ		৭.০৫ ভাগ		৯.০৫ ভাগ	
ডি, সি, পি	০.৫০ ভাগ		০.৫০ ভাগ		-		-		-		-	
লবণ	০.৩০ ভাগ		০.৩০ ভাগ		০.৫০ ভাগ		০.৫০ ভাগ		০.৫০ ভাগ		০.৫০ ভাগ	
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ ভাগ		০.২৫ ভাগ		০.২৫ ভাগ		০.২৫ ভাগ		০.২৫ ভাগ		০.২৫ ভাগ	
মিথিওনিন	০.১৫ ভাগ		০.১৫ ভাগ		০.১৫ ভাগ		০.১৫ ভাগ		০.১৫ ভাগ		০.১৫ ভাগ	
সয়াতেল	-		২ ভাগ		-		-		-		-	
ককসিডিওষ্টাট	০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		-		-	
এন.এস.পি ইনজাইম	০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ		০.০৫ ভাগ	

এবং ফাইটেজ ইনজাইম											
বিশুদ্ধ পানি	পর্যাপ্ত পারিমান		পর্যাপ্ত পারিমান		পর্যাপ্ত পারিমান		পর্যাপ্ত পারিমান		পর্যাপ্ত পারিমান		পর্যাপ্ত পারিমান	

বিঃদ্রঃ খাদ্য উপাদান ফাংগাস মুক্ত না হলে Toxin Inhitor মিশাতে হবে।

হাইব্রীড (লেয়ার) মুরগীর দৈনিক আলোদান কর্মসূচী ঃ

বয়স	আলোক সময়কাল	বয়স	আলোক সময়কাল
১-২ দিন	২২	২১ সপ্তাহ	১২.৫ ঘন্টা
৩-৪ দিন	২০	২২ সপ্তাহ	১৩ ঘন্টা
৫-৬ দিন	১৮	২৩ সপ্তাহ	১৩.৫ ঘন্টা
৭-১৪ দিন	১৬	২৪ সপ্তাহ	১৪ ঘন্টা
১৫-২১ দিন	১৪	২৫ সপ্তাহ	১৪.৫ ঘন্টা
২২-২৮ দিন	১২	২৬ সপ্তাহ	১৫ ঘন্টা
২৯-১৩৩ দিন	১০-১২	২৭ সপ্তাহ	১৫.৫ ঘন্টা
২০ সপ্তাহ	১২	২৮ সপ্তাহ	১৬ ঘন্টা

মুরগীর রোগ ঃ

শরীরের স্বাভাবিক কোন পরিবর্তনকে রোগ বলে। রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার-

১। সাধারণ রোগ,

২। সংক্রামক রোগ (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রটোজোয়া, ছত্রাক, প্যারাসাইট),

৩। অপুষ্টিজনিত রোগ।

রোগ দমণ ঃ

১। সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (বায়োসিকিউরিটি) মেনে চলা;

২। প্রতিষেধক টিকা প্রদান; এবং

৩। অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান।

মুরগীর সংক্রামক রোগ ঃ

রোগের নাম	রোগের কারণ	রোগের লক্ষণ	চিকিৎসা
রাণীক্ষেত রোগ	ভাইরাস	চুনের মতো পাতলা পায়খানা, মুখ হা করে শ্বাস টানে, নাক দিয়ে পানি পড়ে, খাওয়া বন্ধ করে, ডিম দেয়া কমে যায়, আক্রান্ত মুরগী ব্যাপক হারে মারা যায়	ভাইরাস জনিত মারাত্মক রোগ এ রোগের ফলপ্রসূ চিকিৎসা নেই তবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিৎ। Timsen প্রতি ১৫ লিটার খাবার পানিতে ১ গ্রাম মিশিয়ে খাওয়ালে এবং প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম মিশিয়ে ঘরে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।
গামবোরো রোগ	ভাইরাস	খাওয়া বন্ধ করে, পাতলা পায়খানা করে, দ্রুত ওজন কমে যায়, নড়া চড়া কম করে এবং ঝিমায়, মৃত্যুহার বেশী (৩০-৪০%)	ভাইরাস জনিত বলে এ রোগের কোন ফলপ্রসূ চিকিৎসা নেই তবে প্রতি লিটার খাবার পানিতে Super 3 gro- ১.৫ গ্রাম, Coccicide 110- ২ গ্রাম, Napa- ১/৪ বড়ি, Electrolyte plus with Vit.-C ১/২ গ্রাম

রোগের নাম	রোগের কারণ	রোগের লক্ষণ	চিকিৎসা
			একত্রে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়। অথবা- প্রতি লিটার খাবার পানিতে Docolis Vet- ০.৫০ গ্রাম Coccino- ২ গ্রাম Napa- ১/৪ বড়ি Glucolyte- ১.২৫ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে খাওয়ালে সুফল আসে। **প্রতিকার** ঃ বাচ্চার ২ দিন বয়সে Gumbovax Plus ১ চোখে ১ ফোঁটা এবং ১০-১২ দিন বয়সে IBD-Blen প্রয়োগ করতে হবে।
ফাউল পক্স রোগ	ভাইরাস	ঝুটিতে, গলার ফুলে, চোখের কোনে, পালকহীন স্থানে আঁচিলের মতো গুটি দেখা দেয়, চোখ ফুলে ও বন্ধ হয়ে যায়, খাওয়া বন্ধ করে, ডিম দেয়া কমে যায়।	ক্ষতস্থান জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে নেবানল পাউডার প্রয়োগ করা; প্রতি ৪ লিটার খাবার পানিতে Ativet Suspeasion ১ সিসি মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।
ফাউল কলেরা	ব্যাকটেরিয়া	হলুদ ও সবুজ পাতলা পায়খানা, ঝুটি ফ্যাকাশে হবে, জ্বর হবে, ঝিমাবে, খাবে না, ডিম উৎপাদন কমে যাবে। হঠাৎ অনেক সুস্থ মুরগী মারা যাবে।	Eskatrim Susjpension or Ativet Suspension ১ সিসি প্রতি ৪ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খেতে দিন।
করাইজা	ব্যাকটেরিয়া	চোখ মুখ ফুলে যাবে, চোখ দিয়ে পানি ও নাক দিয়ে সর্দ্দি পড়বে, শ্বাস কষ্ট হবে ও ঘড় ঘড় শব্দ হবে, খাওয়া বন্ধ হবে, ডিম উৎপাদন কমে যাবে।	Super 3 gro প্রতি লিটার খাবার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ান।
ফাউল টাইফয়েড	ব্যাকটেরিয়া	জ্বর হয়, কম খায়, হলুদ পাতলা পায়খানা হয়, পালক উসকো খুসকো হয় ও ডানা ঝলে পড়ে, মাথার ফুল ফাকাসে হয়। বুকের হাড় ধারালো হয়।	প্রতি লিটার খাবার পানিতে Docolis Vet- ১ গ্রাম Coceino- ২ গ্রাম Glucolyte- ১.২৫ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ান
পুলোরাম রোগ	ব্যাকটেরিয়া	ডিম ফুটার কয়েক দিনের মধ্যেই অধিক বাচ্চার মৃত্যু হয়, চুনের মতো পাতলা পায়খানা করে ও মলদ্বারে লেগে থাকে। পেটের ব্যাথায় চিৎকার করে।	প্রতি লিটার খাবার পানিতে Docolis Vet- ১ গ্রাম Coceino- ২ গ্রাম Glucolyte- ১.২৫ গ্রাম একত্রে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ান
মাইকো-প্লাজমোসিস	মাইকোপ্লাজমা	কাশি ও হাচি, শ্বাস কষ্ট, ঘড় ঘড় শব্দ, নাক দিয়ে পাকা সর্দ্দি বের হওয়া, ডিম উৎপাদন কম হওয়া, খাওয়া বন্ধ, দুর্বল হওয়া।	প্রতি লিটার খাবার পানিতে Tylosef- ২.৫ গ্রাম Eskadox- ০.৫ গ্রাম Glucolyte- ১.২৫ গ্রাম

রোগের নাম	রোগের কারণ	রোগের লক্ষণ	চিকিৎসা
			একত্রে মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়ান
রক্ত আমাশয়	ককসিডিওসিস	রক্ত মিশ্রিত পায়খানা, পানির পিপাসা, পালক ও পাখনা ঝুলে থাকা, মৃত্যুহার বেশী, জ্বর, খাবেনা, ডিমের উৎপাদন কম, দুর্বল হবে, মারা যাবে।	Coccino, scz বা Coccccicide-110 প্রতি লিটার খাবার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়ান
কৃমি রোগ	গোল কৃমি, ফিতা কৃমি	ওজন কমে যাবে, খাওয়ার রুচি কমে যাবে, ডিম উৎপাদন হ্রাস পাবে, অপুষ্টিতে ভুগবে, পায়খানার সাথে কৃমি পড়তে দেখা যাবে।	Eskapar Powder বাড়ন্ত মুরগী (১০সপ্তাহ) ১গ্রাম ৬টি ডিমপাড়া ১গ্রাম ৩টি বাড়ন্ত মুরগী (১০সপ্তাহ) ১গ্রাম ১০টি ডিমপাড়া ১গ্রাম ৭টি
ক্যানি-বলিজম	আলো বেশী হলে, খাদ্যে খনিজ ও আমিষের পরিমাণ কম হলে, ঠোঁট বেশী বড় হলে, মুরগীর ঘনত্ব বেশী হলে	ঠোকরা ঠুকরি করা, পালক তুলে ফেলা, মলদ্বারে ঠুকরানো, ঠুকরিয়ে নাড়ি ভুঁড়ি বের করে ফেলা	আলোর সুব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্য পরিবশেন, ঠোঁট কাটা, মুরগীর ঘনত্ব স্বাভাবিক করণ

৫০০ টি ব্রয়লার পালন প্রকল্প ঃ

এক বছরে আয় ও ব্যয়ের হিসাব।

প্রতি ব্যাচ ৩৫ দিন হিসাবে ৬ ব্যাচ পালন সম্ভব।

স্থায়ী মূলধন ঃ

১। প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য ১ বর্গফুট জায়গা হিসেব ৫০০ বর্গফুট ঘর
(ছনের চালা, চাটাইয়ের বেড়া ও বাঁশের মাচা) প্রতি বর্গফুট ২০/- হিসাবে ---------- = ১০,০০০.০০
২। ব্রডার সরঞ্জাম, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদি---------- = ১,০০০.০০
১১,০০০.০০

কার্যকরী মূলধন ঃ

১। ৫০০ টি একদিনের ব্রয়লার বাচ্চা প্রতিটি ৩৫/- হিসাবে ---------- = ১৭,৫০০.০০
২। খাদ্য প্রতিটির জন্য ২.৭৫ কেজি × ৫০০ × ১৬/- ---------- = ২২,০০০.০০
৩। লিটার, ঔষধ ও অন্যান্য ---------- = ২,০০০.০০
৪। বিদ্যুৎ ব্যয় ---------- = ৩০০.০০
৫। লেবার ১ টা ---------- = ১,৫০০.০০
৪৩,৩০০.০০

এক বছরে মোট ব্যয় ঃ

স্থায়ী মূলধন ---------- = ১১,০০০.০০
৬ ব্যচ ব্রয়লার পালন ৪৩,৩০০/- × ৬ ---------- = ২,৫৯,৮০০.০০
২,৭০,৮০০.০০

আয় ঃ

১। ৫০০ টি ব্রয়লার ৩৫ দিন পালনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ৫০ টা
(৫০০-৫০) = ৪৫০ টি × প্রতিটির জীবন্ত ওজন ২ কেজি (৯০০ কেজি × ৬৫/-) --- = ৫৮,৫০০.০০
২। লিটার বিক্রী প্রতিটি থেকে ২/- ---------- = ৯০০.০০
৩। পুরাতন ২৮ টি বস্তা × ১০/- ---------- = ২৮০.০০
= ৫৯,৬৮০.০০

বছরে মোট আয় ৫৯৬৮০/-× ৬ ব্যাচ = ৩,৫৮,০৮০.০০
সুতরাং বছরে লাভ দাঁড়াবে (৩,৫৮,০৮০/- - ২,৭০,৮০০/-) = ৮৭,২৮০.০০ টাকা নীট লাভ।